Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 971 - 977
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে ‘জগত’

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার
রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ও
রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক
দর্শন বিভাগ, মেমারি কলেজ, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : indrojyotikarmakar@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Possible World, Unique, Atomic Fact, Reality, Object.

Abstract
Wittgenstein is a famous philosopher of language. Philosophers of language believed that people talk about the world and worldly objects through the use of language, so the only way to know the structure of thought or experience related to the world and worldly objects is to know the structure of language. And the way to know this structure of language is to analyze language. Language analysis is possible only through the inherent logic of language. This logic of language is inherent in the nature of language. Therefore, to understand the logic of language, one must understand the nature of language. According to Wittgenstein, it is possible to describe the world only through language, so to understand language, one must understand the nature of the world. In this context, Wittgenstein explained the nature of the world in his book ‘Tractetus: Logico Philosophicus’. ‘World is the totality of facts, not of things.’ - Based on this principle, an attempt will be made to have a complete discussion about the world in this series.

Discussion

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের সময়কালটি এবং বিংশ শতাব্দী সূচনার সময়কালটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময় পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে দার্শনিক আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। কেন না, তৎকালীন কিছু দার্শনিক ভাষার কাঠামোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগতের কাঠামোকে অনুধাবনের চেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, মানুষ ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই জগত এবং জাগতিক বস্তু সম্পর্কে কথা বলে থাকে, তাই জগত এবং জাগতিক বস্তু সম্পর্কিত চিন্তা বা অভিজ্ঞতার কাঠামোকে জানার একমাত্র উপায় ভাষার কাঠামোকে জানা। তাঁদের মতে, ভাষার কাঠামোকে জানার উপায় হল ভাষার বিশ্লেষণ। ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার কাঠামো এবং ভাষার কাঠামোর মধ্য দিয়ে জগতের কাঠামোকে অনুধাবন করা হয়ে থাকে। কারণ, জগতকে ব্যাখ্যা করার একমাত্র মাধ্যম হল ভাষা। এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়কালের ভাষা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনাই ভাষা দর্শন নামে পরিচিত হয়েছে। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রেগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ম্যূর ও রাসেলের হাত ধরেই এইরূপ দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে তাদের যথার্থ উত্তরসূরী রূপে ভিটগেনস্টাইনের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি ভাষা দর্শনে এক অন্যমাত্রা প্রদান করেন। তবে তিনি দর্শন শাস্ত্রকে কেবল একটি তত্ত্ব হিসাবে দেখেননি, তিনি তাঁর ট্রাকটেটাস নামক গ্রন্থে দাবি করেন যে, 'দর্শনশাস্ত্র কোন তত্ত্ব নয়, এটি এক প্রকার ক্রিয়া, আমাদের অস্বচ্ছ ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করার ক্রিয়া'।[১] ভাষাদর্শনের পদানুসরণ করেই তিনি দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, -

> "the method of formulating these problems rests on the misunderstanding of the logic of our language."[২]

এর থেকে এ কথা বলা যায় যে, ভাষার যুক্তিকে ভুল বোঝার থেকেই দার্শনিক সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভাষার যুক্তিকে বোঝার মধ্য দিয়েই দর্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে। ভাষার এই যুক্তি নিহিত আছে ভাষার স্বরূপের মধ্যে। তাই ভাষার যুক্তিকে বুঝতে হলে ভাষার স্বরূপকে বুঝতে হবে। ভিটগেনস্টাইনের মতে, ভাষার মাধ্যমেই জগতের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। তার মতে, এই ভাষা ও জগতের মধ্যে একপ্রকার অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকায় ভাষার স্বরূপকে ধরতে হলে জগতের স্বরূপকেও বুঝতে হবে। তাই, জগত বলতে ভিটগেনস্টাইন ঠিক কি বুঝিয়েছেন — সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হবে।

ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, -

> "World is the totality of facts, not of things."[৩]

তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তব জগতে বস্তু নেই, কেবল ব্যাপারই আছে। বস্তুত, বাস্তব জগতে ব্যাপার যেমন আছে, তেমনি বস্তুও আছে। তাই জগত সম্পর্কিত এই সূত্রের মূল অভিপ্রায় বুঝতে হবে এভাবে যে — জগতের (বাস্তব জগতের) যথোপযুক্ত বা অনুপম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ব্যাপারসমূহের সমন্বয়রূপে, বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে নয়। এরূপ বক্তব্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা যায় —

ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে দুধরনের জগতের কথা উল্লেখ করেছেন – বাস্তব জগত (Actual or Real World) ও সম্ভাব্য জগত (Possible World)। যে জগতে আমরা অবস্থান করি অর্থাৎ যা আমাদের সম্মুখে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই বাস্তব জগত। অপরদিকে, বাস্তব জগত অতিরিক্ত যে জগত, তাই সম্ভাব্য জগত। এরূপ দুটি জগতের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে ভিটগেনস্টাইনের জগতের বর্ণনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যাকে বুঝতে হবে। তাঁর মতে, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন সেই বর্ণনায় সঠিক হওয়ার দাবি থাকতে হবে অর্থাৎ বর্ণনাটিকে যথার্থ হতে হবে। তাঁর মতে, একটি বর্ণনা যথার্থ হবে তখনই, যখন তা 'একক' (unique) হবে। 'একক' এই অর্থে যে, যা উল্লেখের মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয় এবং যার উল্লেখের দ্বারা অন্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না। এরূপ একক বর্ণনাকেই যথার্থ বর্ণনা বলা হয়। সহজ ভাষায়, কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা কেবল যদি যে বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হয়, অন্য কোন ক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সেই বর্ণনাকেই যথার্থ বর্ণনা বলা হয়। এই অর্থে জগতকে কেবল বস্তুসমূহের সমষ্টি বলা হলে বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে না। যেহেতু বাস্তব জগত যে বস্তুগুলি দ্বারা গঠিত, সেই একই বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত সম্ভাব্য আরও অনেক জগতের কল্পনা করা যায় তাই যে বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে বাস্তব জগতের বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেই একই বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপেই সম্ভাব্য জগতের বর্ণনাও করতে হয়। সেক্ষেত্রে বাস্তব জগতের বর্ণনাটি বাস্তব জগতকে ছাড়িয়ে সম্ভাব্য জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি যে, কোন বর্ণনা তখনই যথার্থ হয় যখন সেই বর্ণনা এককভাবে কেবল একটি বিষয়েরই বর্ণনা করে থাকে। তাই জগতকে বস্তুসমূহের সমষ্টি বললে বাস্তব জগতের বর্ণনাকে যথার্থ বর্ণনা বলা যায় না। জগতের বর্ণনা প্রসঙ্গটি ছেড়েও যদি আমরা কেবল একটি সামান্য বাগানের বর্ণনা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হই তাহলেও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ধরা যাক, একটি ছোট

বাগানে দুটি আম গাছ, চারটি পেয়ারা গাছ, বারোটি ফুল গাছ, একটি জলের কল, একটি পাইপ, একটি প্রবেশদ্বার ও তিনটি দেওয়াল আছে। ওই বাগানটির বর্ণনারূপে কখনোই এই বর্ণণাটি যথোপযুক্ত নয়। কেননা, উক্তক্ষেত্রে বাগানে অবস্থিত বিষয়গুলির একটি তালিকা পাওয়া গেলেও বাগানে অবস্থিত বস্তুসমূহের কোন পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা জানতে পারি না। সুতরাং স্থানগতভাবে বস্তুগুলি বাগানে অবস্থিত, তা জানতে পারলেও জলের কলটি প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে আছে না ডানদিকে আছে, পেয়ারা গাছগুলি সারিবদ্ধভাবে আছে নাকি জোড়ায় জোড়ায় আছে নাকি একটি একটি করে পৃথকভাবে আছে, ফুলগাছগুলির আমগাছগুলির সামনে আছে না পেছনে আছে ইত্যাদি পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়নি। অতএব বাগানটির বর্ণনা করতে হলে কেবল একটি বস্তুসমূহের তালিকা দিলেই হবে না, বস্তুসমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা সম্মিলিতভাবে বলতে হবে; তবেই ওই বর্ণনাটি যথার্থ বর্ণনা রূপে চিহ্নিত হবে। কেননা, জগতে সম্ভাব্য এমন অনেক বাগানই থাকতে পারে, যেখানে ওই একই বস্তুর সমাহার থাকতে পারে; কিন্তু প্রতিটি বাগানে একই বস্তু সমাহার থাকলেও বস্তুর সম্বন্ধের বিন্যাস একই রকম হয় না। যার ফলে প্রতিটি বাগান পৃথক পৃথক যথার্থ বর্ণনা রূপে গৃহীত হবে। একইভাবে জগতের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। জগতের বর্ণনা প্রসঙ্গে যদি কেবল একটি বৃহৎ বস্তুসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়, তাহলে তা বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা হবে না। কেননা, সম্ভাব্য এমন অনেক জগতই কল্পনা করা যেতে পারে; যে জগতে একই বস্তুসমূহের সমাহার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে জগতের বর্ণনাটিকে যথার্থ বর্ণনা বলা যাবে না। কিন্তু জগতের বস্তুসমূহের সম্বন্ধের সমন্বয় অর্থাৎ ব্যাপারের সমন্বয়কে জগতের বর্ণনারূপে ব্যাখ্যা করলে জগতের বর্ণনাটি 'একক' বর্ণনা হয়ে উঠবে অর্থাৎ যথার্থ বর্ণনা হয়ে উঠবে।

আরও একটি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টি বোঝানে যায় এভাবে, কোন একটি বিষয়ে যে উপাদান বিদ্যমান থাকে, সেই উপাদানগুলির সমষ্টি হিসাবে সমগ্র বিষয়টি গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সমগ্রতা থেকে যেমন উপাদানকে পাওয়া যায়, তেমনি উপাদান থেকেও সমগ্রতা পাওয়া যাবে – এরূপ মনে করা হয়। কিন্তু জগতকে কেবল বস্তুগুলির সমষ্টি বলা হলে উপাদান থেকে সমগ্রতায় যাওয়া সম্ভব হতে পারে না। একমাত্র জগতকে ব্যাপারের সমন্বয় বলা হলে, তবেই উপাদান থেকে সমগ্রতাকে পাওয়া যাবে। বিষয়টিকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো যায় এভাবে, যদি কোন এক ব্যক্তি এক স্বর্ণকারকে একটি হীরের টুকরো এবং কিছু পরিমাণ সোনা দিয়ে তাঁর (ওই ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বর্ণকারকে সোনা দিল) মনের মতো একটি আংটি বানিয়ে দিতে বলে, কিন্তু আংটির বস্তু সমন্বয়ের কোনো আকার স্বর্ণকারকে বলে না দেওয়া হয়, তাহলে স্বর্ণকারের পক্ষে কখনোই ওই ব্যক্তির মনের মতো আংটি বানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ব্যক্তি যদি স্বর্ণকারকে হীরের টুকরোটি আংটির কোথায় বসবে? কিভাবে সমন্বিত হবে? গোলাকারে না বর্গাকারে? সোনাটি হীরেটিকে আবৃত করে রাখবে নাকি উন্মোচিত অবস্থায় থাকবে? – এই সকল বিষয় অর্থাৎ সমন্বয়ের আকারগুলি যথাযথভাবে বলে দেয়, তাহলে স্বর্ণকারের পক্ষে ব্যক্তিটির মনের মতো আংটি বানানো সম্ভব হবে। অতএব উপাদান থেকে সমগ্রতায় যাওয়া তখনই সম্ভব হবে যখন বস্তু সমন্বয়ের আকারটি উল্লেখ করে দেওয়া হবে। একইভাবে জগতের ক্ষেত্রেও জগতে অবস্থিত ব্যাপার বা বস্তু সমন্বয়ের ধরণ না জানা থাকলে জগতের যথার্থ সামগ্রতার ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না। তাই জগতকে বস্তুর সমষ্টি না বলে, ব্যাপারের সমন্বয় বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

জগত যেহেতু ব্যাপারের সমন্বয় সেহেতু ব্যাপার বলতে ভিটগেনস্টাইন কি বুঝিয়েছেন তা জানা প্রয়োজন। ব্যাপারের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যাপার হল পরিস্থিতি বা আণবিক ব্যাপারের (Atomic fact) অস্তিত্ব।[৪] মূলত ভিটগেনস্টাইন বলেন, জগতের কম-বেশি অধিকাংশ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার। এই সকল যৌগিক ব্যাপারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু ব্যাপারকে পাওয়া যায়, যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন যৌগিক ব্যাপার পাওয়া যায় না; সেই সকল ব্যাপারকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। আণবিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি বলেন, -

"An atomic fact is a combination of objects (entities, things)।"[৫]

আণবিক ব্যাপারের বিষয়টি *Tractatus* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রাসেল একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্তটি এরূপ - ধরা যাক, একটি ব্যাপার হল এই যে – ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন ভিনগেনস্টাইনের বন্ধু ও শিক্ষক। এই ব্যাপারটি থেকে আমরা আরও চারটি তথ্যে উপনীত হতে পারি। সেগুলি হল – ১) বার্ট্রান্ড রাসেল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একজন দার্শনিক; ২) বার্ট্রান্ড রাসেল একজন ব্রিটিশ; ৩) বার্ট্রান্ড রাসেল ভিটগেনস্টাইনের বন্ধু এবং ৪) বার্ট্রান্ড রাসেল ভিটগেস্টাইনের শিক্ষক। প্রদত্ত ব্যাপারটির ন্যায় এই চারটিও ব্যাপার হলেও নিঃসৃত চারটি ব্যাপারের মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান – এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই, যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল, দার্শনিক, ব্রিটিশ, ভিটগেনস্টাইন, বন্ধু, শিক্ষক, এদের কোনটিকেই ব্যাপার বলা চলে না। এগুলি হল সাধারণ বস্তু (Object) মাত্র। অর্থাৎ এই বস্তুদের সম্মিলিত যে ব্যাপার গঠিত হয় তাকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়। এর থেকে বলতেই হয় যে, প্রদত্ত ব্যাপার থেকে নিঃসৃত চারটি ব্যাপারই আণবিক ব্যাপার এবং প্রদত্ত ব্যাপারটি চারটি আণবিক ব্যাপারের সমষ্টিরূপ যৌগিক ব্যাপার। এই ব্যাখ্যা থেকে আণবিক ব্যাপারের দুটি পরিচয় পাওয়া যায় – প্রথমত, যে ব্যাপারের অংশ হিসাবে অন্য কোন ব্যাপার উপস্থিত থাকতে পারে না তাই তা আণবিক ব্যাপার।[৬] দ্বিতীয়ত, আণবিক ব্যাপার অন্য কোনো ব্যাপারের সমন্বয়ে গঠিত না হলেও বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় অর্থাৎ আণবিক ব্যাপারের অংশ হল বিভিন্ন বস্তু।

এর থেকে একথা স্পষ্ট যে, বস্তুর সম্মেলনের দ্বারাই আণবিক ব্যাপার গঠিত হয়। বস্তুর এই সম্মেলনকে ভিটগেনস্টাইন শৃঙ্খলের জোড়ের সাথে তুলনা করেছেন। একটি শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশ যেমন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলটি গঠন করে, তেমনি বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আণবিক ব্যাপারও সংগঠিত করে। তবে বস্তু নিজে অপরিবর্তনীয় হলেও কোন্ বস্তু অপর কোন্ বস্তুর সাথে মিলিত হবে তা নির্দিষ্ট নয়। এই অনির্দিষ্ট বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্মেলনের রূপকেই আণবিক ব্যাপারের আকার (Structure of atomic fact) বলা হয়। যেহেতু আণবিক ব্যাপারের সাথে সাধারণ ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে সেহেতু গঠনকারী আণবিক ব্যাপারের আকারের দ্বারা ব্যাপারের (যৌগিক) আকার নির্ধারিত হয়।[৭] তিনি এইরূপ আণবিক ব্যাপারগুলিকেই জগতের ভিত্তি রূপে (Building Block) গণ্য করেছেন। তাই তিনি জগত বলতে প্রকৃতপক্ষে আণবিক ব্যাপারের সমষ্টিকেই বুঝিয়েছেন।[৮]

ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, সেগুলি হল – অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন। এই অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারকে সদর্থক আণবিক ব্যাপার এবং অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারকে নঞর্থক আণবিক ব্যাপার বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর মতানুসরণে বলা যায়, যে বস্তুগুলির সমন্বয়ের দ্বারা ব্যাপার গঠিত হয়, সেই বস্তুগুলির বাস্তব সমন্বয়কে বলা হয় অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপার এবং বস্তুর যে সমন্বয় বাস্তবে বাস্তবায়িত হতে পারে নি সেই সমন্বয়গুলিকে বলা হয় অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপার। এই দুই ব্যাপারের উল্লেখের মধ্য দিয়েই তিনি তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তত্ত্বের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

"The existence and non-existence of atomic facts is reality."[৯]

অর্থাৎ তত্ত্ব হল অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র। তত্ত্বের এইরূপ সূত্রের জন্য জগতের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাটি একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেননা, জগতের বর্ণনায় তিনি একথাও বলেন যে –

"The totality of the existing atomic facts is the world."[১০]

অর্থাৎ জগত হল অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি। যা থেকে একথাই নিঃসৃত হয় যে, তত্ত্ব জগত অপেক্ষা ব্যাপক। কেননা, তত্ত্ব অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের দ্বারা গঠিত হলেও জগত কেবলমাত্র অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের দ্বারাই গঠিত। অতএব, এক্ষেত্রে তত্ত্বকে ব্যাপকতর বলতে হয়। কিন্তু আবার তিনি যখন জগত সম্পর্কে বলছেন যে – জগত হল তত্ত্বের সমষ্টি, তখন জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর বিষয়রূপে দাবি করা হয়েছে। ফলে এই দুই জগত সম্পর্কিত সূত্রের মধ্যে এক আপাত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। কেননা, জগতকে তত্ত্বের সমষ্টি বললে জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর বলতে হয়। আবার জগতকে কেবল অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি বললে তত্ত্বকে জগতের তুলনায় ব্যাপকতর বলতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তিনি *Tractatus* গ্রন্থের ২.০৪ সূত্রে তত্ত্বকে জগতের থেকে ব্যাপকতর বলে গণ্য করেছেন বলে মনে হয়েছে, আবার ওই একই গ্রন্থের ২.০৬৩ সূত্রে জগতকে তত্ত্বের তুলনায় ব্যাপকতর রূপে বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয়েছে। ফলে একটি অসংগতি আছে বলে মনে হয়। তবে ভাষ্যকার জেমস গ্রিফিন এই অসংগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে ট্রাকটেটাসের ২.০৫ সূত্রের, 'অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমগ্রই নির্ধারণ করে দেয় কোন আণবিক ব্যাপার অনস্তিত্বসম্পন্ন’[১১] উল্লেখ করেন, এবং ১.১২ সূত্রের, ‘ব্যাপারের সমগ্রই নির্ধারণ করে বস্তুত ঘটনা কি আর ঘটনা কি নয়’[১২] উল্লেখ করেন। গ্রিফিন বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন — ২.০৫ সূত্রটির অর্থ যদি স্পষ্ট করা হয় তাহলে বলতে হয় যে, অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার দেওয়া থাকলে অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার পাওয়া সম্ভব। আবার ১.১২ সূত্রের বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, কোন্ বস্তু অপর কোন্ বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত, তা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এটাও জানতে পারব যে, ঐ বস্তুর সঙ্গে কোন্ বস্তুর সম্বন্ধ নেই। অতএব, অস্তিত্বসম্পন্ন ও অস্তিত্বহীন আনবিক ব্যাপার পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়, একটি অপরটির পরিপূরক। তাই গ্রিফিন মনে করেন, যখন ভিটগেনস্টাইন তত্ত্বকে অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারের সমগ্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি এই দুই প্রকার আণবিক ব্যাপারের অবিচ্ছেদ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যা অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র, তা আসলে অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র যদি জগত হয়, তাহলে তত্ত্ব ও জগত পৃথক কিছু নয়, দুটিই সমমান। ফলে জগতকে তত্ত্বের সমগ্র হিসাবে বর্ণনা করা আর তত্ত্বকে অস্তিত্বসম্পন্ন ও অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমগ্র রূপে বর্ণনার মধ্যে কোন অসংগতি বা বিরোধ নেই। অতএব, জগত হল আণবিক ব্যাপারসমূহের সমষ্টি - একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

এই ব্যাপার বা আণবিক ব্যাপারের স্বরূপকে বুঝতে হলে এই ব্যাপারগুলি যাদের দ্বারা গঠিত তাদের সম্বন্ধে জানতে হয়। ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে ব্যাপার হিসেবে সরল বললেও তাদের গঠনকারী অংশ হিসাবে বস্তুর (Object) কথা উল্লেখ করেন। তিনি ‘বস্তু’ বলতে বুঝিয়েছেন সরল এমন বিষয় যার আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই বস্তুর দ্বারাই জগতের দ্রব্যত্ব গঠিত। এই বস্তুগুলি কেবলমাত্র সরল বা অযৌগই নয়, এরা বর্ণরহিত।[১৩] তবে এখানে তিনি ‘বর্ণ’ বলতে কেবল রূপের কথাই বোঝাতে চাননি। তাঁর মতে, ‘বর্ণ’ শব্দের অর্থ হল যে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ, যেমন আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বস্তু নিছক ব্যক্তিপদার্থ মাত্র, যার কোন জাগতিক ধর্ম নেই[১৪]। এখানে একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে, যদি বস্তুগুলি সরল, গুণরহিত হয়, তাহলে তাদের স্বরূপ কি করে বর্ণনা করা যাবে? এর সমাধানে ভিটগেনস্টাইনকে অনুসরণ করে বলতে হয়, -

> “It is essential to things that they should be possible constituents of atomic facts.”[১৫]

যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা সম্পূর্ণভাবে নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজের উপর নির্ভরশীল, তবে তা হবে সম্পূর্ণ আকস্মিক, বা আপতিক। কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানে আকস্মিকতার বা আপতিকতার কোন স্থান নেই। সুতরাং স্বয়ংনির্ভর বস্তু থাকতে পারে না, বস্তু মাত্রই কোন না কোন আণবিক ব্যাপারের অংশ হবে, অর্থাৎ কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে। কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভবনারহিত বস্তু জগতে কল্পনা করা সম্ভব নয়।[১৬]

এর থেকে একথাই বলা যায় যে, একদিক থেকে দেখলে বস্তুকে নিরপেক্ষ বলতে হয়। কেননা, কোন এক বস্তু কোন্ পরিস্থিতির কোন্ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, যে কোন বস্তুই অন্য যে কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতিতে অপরাপর যে কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আছে। আবার আর একদিক থেকে দেখলে এই নিরপেক্ষতাই সাপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করে। কেননা, বস্তুর নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমেই তা অস্তিত্ববান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমে। একাধিক বস্তুর এই পারস্পরিক সম্বন্ধকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়। সুতরাং বস্তুর পরিচয় আণবিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়। এই বিবিধ আণবিক ব্যাপারের অংশীদার হওয়াই বস্তুর স্বরূপ।

এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ভিটগেনস্টাইন জগতের বিশ্লেষণটিকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল এরূপ – জগত যেহেতু ব্যাপারের সমষ্টি এবং এই জগতের বেশিরভাগ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার, সেহেতু সেই বিশ্লেষণযোগ্য যৌগিক ব্যাপারগুলিকে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করলে একটা পর্যায়ে এসে শেষ করতে হয়, যেখানে এমন কিছু ব্যাপার বর্তমান যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলিকেই বলা হয় আণবিক ব্যাপার, যা কেবল বস্তুর সমাহার রূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়। অর্থাৎ বস্তুগুলি হল ব্যাপারের উপাদান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই ব্যাপারগুলি হল জগতের উপাদান। উপাদান এই অর্থে যে, ব্যাপার ব্যতীত জগতের যথার্থ বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। সাধারণদৃষ্টিতে বস্তুসমূহকে জগতের উপাদান বলে মনে হলেও বস্তুর সমাহাররূপ ব্যাপারই হল জগতের উপাদান। অতএব, ভিটগেনস্টাইনের ভাষায় — 'World is the totality of facts...'।

Reference:

১. 'Philosophy is not a theory but an activity'. Tractatus, 4.112, P. 44

২. Preface, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 23

৩. 1.1, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

৪. 'What is the case, the fact, is the existence of atomic fact'. Tractatus, 2, P. 25

৫. 2.01, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

৬. 'A fact which has no parts that are facts nis called by Mr. Wittgenstein a Sachverhalt. That is the same thing that he calls an atomic fact'. Tractatus, Introduction, B. Russell. P. 8

৭. 'The structure of a fact consists of the structures of atomic facts'. Tractatus 2.034, P. 28

৮. 'The sum total of reality is the world'. Tractatus 2.063, P. 28

৯. 2.06, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 28

১০. 2.04, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 8

১১. 'The totality of existing atomic facts also determines which atomic facts does not exist'. Tractatus 2.05, P. 28

১২. "For the totality of facts determines what is the case and also whatever is not the case." Tractatus 1.12, P. 25

১৩. 'Objects are colourless'. Tractatus 2.0232, P. 27

১৪. 'It is obvious that in the analysis of propositions we must come to elementary propositions, which consist of names in immediate combination'. Quoted by Passmore – Hundred Years of Philosophy. Penguin Books. 1984. P. 353

১৫. 2.011, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P. 25

১৬. '...there is no object that we can imagine excluded from the possibility of combining with other objects'. Tractatus. 2.0121, P. 25

Bibliography:

Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden

Wittgenstein, *Ludwig*, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by D.F. Pears & B.F. Mcguiness, Routledge & Kegan Paul Limited, 1961

Copi, Ivring M. & R. W. Beard (eds), *Essays on Wittgenstein's Tractatus*, Macmillan Publishing Co, Inc. New York, 1966

Hacker, P. M. S & G. P. Baker, *Wittgenstein: Understanding and Meaning*, Basil Blackwell, Oxford, 1980

Pitcher, George, *The Philosophy of Wittgenstein*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1985

Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigation*, Trans by G. E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1963

Griffin, James., *Wittgenstein's Logical Atomism*, Oxford University Press, Oxford, 1964

Passmore, John, A Hundred Years of Philosophy, Gerald Duckworth & Co. Ltd, London, 1917

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার ও সোমনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ভিটগেনস্টাইনের দর্শন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 109
Website: https://tirj.org.in, Page No. 971 - 977
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সরকার, তুষারকান্তি ও শেফালী মৈত্র ও ইন্দ্রাণী সান্যাল (সম্পাদনা), হ্বিটগেনস্টাইন (জগৎ, ভাষা ও চিন্তন), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর, কলিকাতা, ১৯৯৮